23-7-44

অরোরার নিবেদন —

সন্ধ্যা

অরোরা ফিল্মসের নিবেদন

সন্ধ্যা

ভূমিকায়

অহীন্দ্র চৌধুরী
জহর গাঙ্গুলী
শ্যাম লাহা (হুয়া)
ইন্দু মুখার্জ্জি
সন্তোষ সিংহ
জীবেন বসু
রঞ্জিৎ রায়
নৃপতি চাটার্জ্জী
প্রতাপ মুখার্জ্জী
কানাই ভট্টাচার্য্য
প্রেমতোষ রায়
কালী গুহ
বিজয়া দাস বি, এ
মীরা দত্ত
পূর্ণিমা
রাজলক্ষ্মী
স্মৃতি-রেখা বিশ্বাস
ইত্যাদি

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —
ওয়ারনেটিং ম্যানুফ্যাকচারার 'নায়েক ব্রাদার্সের' সৌজন্যে
—আসবাব-পত্র—

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—
মণি ঘোষ

কর্ম্মীবৃন্দ :
গীতকার—শৈলেন রায়
সুরশিল্পী—হিমাংশু দত্ত
(সুর সাগর)
নৃত্য-পরিকল্পনা—এম, কে, নায়ার
শব্দযন্ত্রী—শম্ভু সিং
চিত্রশিল্পী—প্রবোধ দাস
রসায়নাগারিক—উমা মল্লিক
শিল্প-নির্দ্দেশক—সুধীর খাঁন্
চিত্র-সম্পাদক—বিশ্বনাথ মিত্র
ব্যবস্থাপক—সরোজ মিত্র

সহকারীবৃন্দ :
পরিচালনায়—প্রভাত মিত্র
বিশ্বনাথ মিত্র
আলোক-চিত্রে—রবি মজুমদার
শব্দানুলেখনে—পরেশ দাসগুপ্ত
সুরশিল্পে—সত্যদেব চৌধুরী
ব্যবস্থাপনায়—ক্ষিতিশ সেন
রসায়নাগারে—গৌরী মুখার্জ্জী
আশুতোষ ঘোষ
অজিত মোদক
আলোক-সম্পাত—দেবীদাস মণ্ডল

মূল্য দুই আনা

সন্ধ্যা

কাহিনী

নিশ্চিন্তপুরের রাজাবাহাদুর কমলাক্ষ চৌধুরী বয়সে প্রৌঢ়। তার বাগান ছাড়া অন্য কিছুতে তিনি মন দেন না। সংসার ছোট, প্রথম পক্ষের ছেলে কুমার শশাঙ্ক ও মেয়ে ইলা। দ্বিতীয় পক্ষের রাণী হেমলতা ও তার মেয়ে মঞ্জুশ্রী। রাণীই সর্ব্বেসর্ব্বা। ইলার বিবাহ মনঃপুত না হওয়ায় তাদের কষ্টের অবধি নেই কিন্তু মঞ্জুর কোন অভাব নেই। মঞ্জুর শিক্ষয়িত্রী কুমারী সন্ধ্যা, বি-এ পাশ, বুদ্ধিমতী মেয়ে। এ ষ্টেটের ম্যানেজার রাণীমার সম্পর্কে ভাই মনোহর ; কাজেই টাকার হিসেব রাণীমার। সরস্বতী পূজোয় বড় জলসা হয় তার সবই রাণীমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। টাকার জন্য রাজা-বাহাদুরকে রাণীমার দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়।

যেমন এরূপ সংসারে হয় প্রথমপক্ষের কুমার শশাঙ্ক তাস-পাশায় সময় কাটায়। ইলা প্রেমে প'ড়ে অজয়কে বিয়ে ক'রেছে তাই রাণীমার কাছে অপাংক্তেয়। রাজাবাহাদুর স্নেহশীল হ'লেও কিছু ক'রতে পারেন না। সম্প্রতি অভাবের তাড়নায় একটা ব্যবসা করবে বলে ইলার স্বামী ৫০০০৲ তার বাবার কাছে চেয়েছিল কিন্তু কোনই ফল হল না।

সন্ধ্যা, ইলার সঙ্গে পড়ত—সে সব জেনেও কিছু ক'রতে পারত না, তার ওপর আর এক উপসর্গ ঋণজালে জর্জ্জরিত কুমার শশাঙ্কের প্রেম নিবেদন। কুমার বাহাদুরকেও ৪।৫ হাজার টাকা সুদ হিসেবে শীঘ্রই দিতে হবে নতুবা পাওনাদাররা কুমারের কথা বাড়ীতে জানাবে বলে ভয় দেখায়। এই বিপদের সময় কুমার শশাঙ্কের চোখে পড়ল 'দীপক এজেন্সী'-র বিজ্ঞাপন। তারা দুনিয়ায় সবরকম অসাধ্য সাধন করতে পারে। দীপক এজেন্সীর মালিক দীপক কয়লাওয়ালা কাকার কাছে চাকুরী করত, সে কাজ বিরক্ত হ'য়ে ছেড়ে দিয়ে নূতন কিছু মতলব ঠিক করেছে। দীপক এজেন্সীর প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ ও প্রাইভেট কাজের ভার নেওয়ার শাখাও ছিল।

কুমার শশাঙ্ক দীপক এজেন্সীতে যাবে ঠিক করে, রাজাবাহাদুরকে বলল রাণীমার যে ১০,০০০৲ টাকার নেক্‌লেস্‌টা আছে সেটা ইলার দুঃখমোচনের জন্য চুরি করতে হবে। সেটা থেকে ৫০০০৲ ইলার জন্য ৪০০০৲ তার নিজের জন্য নিয়ে—চোরকে কিছু দিতে হবে তাও হ'য়ে যাবে। রাজাবাহাদুর বল্লেন ইলার টাকাটা দিতে খুবই ইচ্ছে কিন্তু চুরি করবে কে? শশাঙ্ক নাম ক'রলে দীপক এজেন্সীর রাজাবাহাদুর রাজী হলেন। দীপক বাবুকেও রাজী করান গেল। দীপক কাজটা শুনলেন বটে কিন্তু এক কুমার শশাঙ্ক ছাড়া আর কারও সঙ্গে পরিচয় হ'ল না। কুমার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন আর যাওয়ার আগে শুধু এইটুকু ব'লে গেলেন যে একজন ওস্তাদ সুরেশ্বর শাস্ত্রীকে আমন্ত্রণের জন্য রাজাবাহাদুর আজ ষ্টেসনে ৪টার সময় আসবেন। এই ক্ষীণ সূত্রাবলম্বনে দীপক ৪টার সময় নিশ্চিন্তপুর ষ্টেশনে হাজির হয়ে দেখে একজন ওস্তাদ গোছের লোক আর বড়লোকের মত দেখতে এক ভদ্রলোক ষ্টেসনে বিশ্রাম ঘরের সামনে বিরক্ত-ভাবে কথা বলছেন। শাস্ত্রী মহাশয় পাটনা থেকে আসছেন তার মেজাজ খারাপ আর রাজা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে রাজাবাহাদুরের কথায় কোথাও মিল

এসেছেন তাঁরও মেজাজ খারাপ।

নেই দেখে সুরেশ্বর বাবু চটে মটে সেখান থেকে চলে গেলেন। তিনি ভাবলেন এ লোকটা পাগল আর ঠিক করলেন এ সংসর্গে না যাওয়াই ভাল। দীপক ইত্যবসরে সুরেশ্বর বাবুর জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন রাজাবাহাদুর ওস্তাদজীকে লক্ষ্যই করেন নি। দীপক দিব্বি নকল ওস্তাদ সেজে রাজাবাহাদুরকে জমিয়ে রাজবাড়ীতে পৌছে গেলেন।

দীপক রাজবাড়ীতে পৌছে নেক্‌লেস্ চুরির চেয়ে আর একটা দরকারী বিষয়ে মন দিলে। সন্ধ্যাকে কেমন একটু বেশ ভাল লাগল। এর পরিণতি কিভাবে ও কোথায় সেটা বিস্ময়কর। আস্তে আস্তে চুরির মতলবটা প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল সন্ধ্যার কাছেও। রাজাবাহাদুর সমস্ত মতলবটা বেফাস হবার ভয়ে সন্ধ্যাকেও নেকলেস চুরি ব্যাপারে সাহায্য ক'রতে বললেন। সে তার বন্ধু ইলার কষ্ট লাঘব হবে এই জন্যই এ সাজান চুরিতে রাজী হ'ল।

এই নেকলেস্ চুরির ব্যাপারে তিনটি বিভিন্ন দল চেষ্টা ক'রছিল কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ ছিল না। প্রথম শশাঙ্ক ও দীপক, দ্বিতীয় রাজাবাহাদুর ও সন্ধ্যা, তৃতীয় গানের দলের ছদ্মবেশী চোর ভামিনী ও হরেন। চুরি হ'ল কিনা বা কিভাবে চুরি হ'ল, তা রূপালী পর্দ্দায় দেখতে পাবেন।

গীতাংশ

(১)

সন্ধ্যার গান

চাঁদের লাগিয়া হ'ব না
আমি চকোর।
না দিলে আমারে মালাকর হয়ে
কুসুম ডোর।
গাহিও না শুধু গান
তার চেয়ে হান' বাণ
মিলনের ভয় ঘুচাও আমার
ঘুচাও লজ্জা মোর।
সূর্য্যমুখীরা যে পথে শুনিছে
নব সূর্য্যের বাঁশী,
হাতে হাত দিয়ে সেই পথে তুমি
দাঁড়াও আসি।
আমার প্রাণের পর
বহুক তোমার ঝড়,
ভাঙ্গিবার যাহা ভেঙ্গে ফেল মোর
ফেলিব না আঁখি লোর।

---

(২)

দীপকের গান

প্রিয়া বলে যারে বরণ করিব
সে নহে মালবিকা,
কঠিনের পথে সহজে সে চলে
বলি তারে সহজিকা।
দেখি নাই তারে রেবানদী তীরে,
যদিও দেখেছি জনতার ভীড়ে,
কবিতা সে নয় তবু সে ছন্দ—
কবিতায় যেন লিখা।
তার চরণ আঘাতে অশোক তরুর
যদিও ফোটেনা ফুল,
(তবু) পথে পথে সে যে চলিতে ছড়ায়
মন হারাবার ভুল।
কিছু কাঁটা তার কিছু যেন ফুল
অনুরাগে আছে অভিমান ভুল,
কোনো নামে তার তুলনা মেলেনা
নাম তাই অনামিকা।

---

(৩)

মঞ্জুর গান

আমি দখিণ বনের হাওয়া
আমি অকারণে উতরোল
আমি গোপন সুরভি রাঙ্গায়ে
ওগো ফুলে ফুলে দিই দোল।
আমি ঝরণার ঝরা তান,
আমি বিমনা পাখীর গান,
আমি সাগরের বুকে লহরী
তার উচ্ছল কলরোল।
আমি নব সূর্য্যের বাঁশী গো,
আমি তরুণ চাঁদের হাসি গো,
আমি ফাগুণের বন বীথিতে
ঝরা ব্যাকুল বকুল রাশি গো।
আমি আকাশের বুকে নীল,
আমি কবিতার মধু মিল,
আমি ঝরানো শিশির কণিকা
আমি পাপিয়ার মিঠে বোল।

---

(৪)

দীপক ও সন্ধ্যার গান

সময়টা নয় যেন মন্দ,
বাতাসের বুকে দোলে ছন্দ,
তবু যেন কোথা কোন দ্বন্দ্ব,
হৃদয়ের দ্বার করে বন্দ।
তবু সময়টা নয় যেন মন্দ,
মাঠের সবুজ মেশে আকাশের নীলে,
বাঁকা পথখানি রঙের স্বপনে আঁকা।
গন্ধের মত কবিতায় গরমিল
বাঁকা পথ বটে মনখানি আরও বাঁকা
খুকীদের কাছে চিরকাল যত খোকা
বারে বারে খায় ধোঁকা
খুকীদের দোষ? খোকারা যে একরোখা
ভালবাসে তারা সাজিতেই শুধু বোকা।

* * *

আমরা ছুটেছি পাগল হাওয়ার পথে,
মনের চাইতে ক্ষীপ্রগতি এ রথে
পাগলামি ভাল ভাল না—এ্যাকসিডেণ্ট
থামালে মোটর বেঁচে যাই কোনমতে।
হাতে এল যদি হাতখানি
মানি ভাগ্য-তারার হাতছানি,
ধীরে বন্ধু ধীরে নয় এত তাড়াতাড়ি
ধীরে বন্ধু ধীরে বলি এরে বাড়াবাড়ি।

* * *

একটী তরণী যাত্রী যে দুইজন,
যদিও তাদের আলাদা আলাদা মন
কে জানে বল পঞ্চশরের
লুকানো কী আয়োজন।
এমনি করেই হঠাৎ আনে
সে মিলনের শুভখণ
হয়তো এ শুধু খেলা ভাঙ্গিবার খেলা,
হয়তো শুধু এ ভুল,
ঝরিবার লাগি বারে বারে ফোটে
বনের বিমনা ফুল।
জানি, ওগো জানি ফুল ঝরে যায়
ঝরিবে বলে কি ফুটিতে সে ভুলে যায়।

---

(৫)

সন্ধ্যার গান

হৃদয় জানেনা তারে গো,
তবু যেন তাহারে চিনি
অজানা জনের পথে গো,
মোর মন অভিসারিণী।

বাজিল অলখ বাশুরী
রাঙ্গিল গোপন মাধুরী,
মাধবী কহিল সুরভি
তোমারে লুকোতে জানিনি!

বেদনা সে দিলে পরাণে,
প্রেম বলে রহিব ঋণী—
মোর দেহি মন যেন গো
তাহারি, রচিত কাহিনী।

সে যেন সোনার আলোরে,
রাঙাতে মেঘের কালোরে,
আমার বীণাতে সে তোলে
একি গো মধুর রাগিণী।

দীপকের গান

ধরা দিয়ে যায় সে যে যায় গো
ধরিতে তাহারে তবু পারিনি।
জাগরণে সে যেন লুকায় গো,
ওগো যে মম গোপন চারিণী।
কভু আলো কভু যেন ছায়ারে,
মায়া নয় তবু যেন মায়ারে—
কল্পনা যেন পেল কায়ারে—
হার মেনে সে হার মানায় গো,
মনে হয় তবু যেন হারিনি—
(তারে) বুঝিতে পারিগো তবু পারিনি।

সে যেন ওগো বন মর্ম্মর,
সে যেন ওগো গিরি নির্ঝর,
পরম মিলন লাগি উৎসব রজনীর—
পথ চাওয়া সে বাসরঘর
ক্ষণে ক্ষণে কঙ্কন ঝঙ্কার
মনে হয় সঙ্কেত ধ্বনি তার,
কাছে গেলে দূরে যায় বারে বার—
দূরে গেলে কাছে ডাকে হায় হায় গো।
একি খেলা খেলে অভিসারিণী—
তারে বুঝিতে পারিগো তবু পারিনি।

শ্রীকল্যাণ

★ ★ ★ ★ আয়ুর্ব্বেদীয় মহাসুগন্ধি কেশতৈল

জেম্‌ কেমিক্যাল : কলিকাতা

All India Publicity Service

সে পথে যারা এসেছিলো

চণ্ডীদাস

মীরাবাই

ভাগ্যচক্র

দিদি

দেবদাস

বিদ্যাপতি

পরিচয়

উদয়ের পথে

• •

সান্ধ্যা

পরিবেশক—

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১২৫নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং বান্ধব প্রেসে মুদ্রিত।